দৈনিক জনকণ্ঠ 13

তারিখ ... 25 [illegible] 1997 ...
পৃঃ [illegible] কলাম 2

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাক্ষাত

ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত করার সর্বাত্মক প্রয়াস চলছে ॥ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের সহায়তা চেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাস দূর করার এবং দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে শিক্ষার মানোন্নয়নের সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। খবর ইউএনবি'র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার ভোরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস দূর করার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি... শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই।"

শিক্ষকদের ১৩ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর হোসেন মনসুর। শিক্ষকরা তাঁদের পেশাগত মানোন্নয়নের সুযোগসহ কতিপয় দাবি তুলে ধরেন। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষক নুবান আহমেদের হত্যা মামলার অগ্রগতি সম্পর্কেও জানতে চান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী সরকার ক্যাম্পাসে অস্ত্র ও সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। তিনি বলেন, "তারই পরিণতিতে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও ভুগছে।" তিনি বলেন, "আমাদের সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও আমরা এখনও ক্যাম্পাসকে সম্পূর্ণ সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করতে পারিনি এবং সকল অবৈধ অস্ত্রও উদ্ধার করতে পারিনি।

শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে বলেন, "দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলাতে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে।"

প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে শিক্ষাখাতে গুণগত পরিবর্তন আনার ও শিক্ষার বিস্তারে সরকারের গৃহীত ব্যাপক কর্মসূচী সম্পর্কে উল্লেখ করেন।

শিক্ষকরা সন্ত্রাস নির্মূল ও শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের উদ্যোগকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

তাঁরা শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইতিবাচক অবদান রাখারও অঙ্গীকার করেন।

শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সকল শ্রেণীর জনগণই তীব্র আবাসিক সমস্যায় ভুগছে।

তিনি জানান, এ সমস্যা সমাধানের জন্য রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সকলের সঙ্গে শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যাও মিটবে।

বৈঠকে শিক্ষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "সেন্টার অব এক্সিলেন্স" স্থাপনের এবং "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী" শীঘ্রই আবার চালু করার আহ্বান জানান।

বিষয়টি দেখবেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান এবং বলেন, তাঁর সরকার শিক্ষকদের জন্য সম্ভব সব কিছু করবে।

সমিতি প্রতিনিধি দল শিক্ষক ও ছাত্রদের উন্নত চিকিৎসার স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারকে একটি আধুনিক হাসপাতালে পরিণত করার দাবি জানান।

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন, শীঘ্রই এটিকে একটি আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে। তিনি কেন্দ্রের জন্য ৫ লাখ টাকার অনুদানও ঘোষণা করেন।

নতুন বেতন স্কেলে শিক্ষকদের স্ট্যাটাস যেন যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্যও প্রতিনিধি দল অনুরোধ জানায়।